

কৃষি সুপারিশ

১৭-১৯ ই অক্টোবর, ২০২২ (৩০শ অক্টো - ১ নং কার্তিক ১৪২৯)

অঙ্কুর-

শুঁটি ছিদ্রকারী সোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে ০.৭৫ গ্রাম অ্যাসিফেট বা ২.০ মিলি কার্বোসালফান স্প্রে করতে হবে।

কলই-

এই সময়ে পাতায় বাদামি দাগ দেখা যায়, প্রয়োজনে কার্বোডাভিম ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। হলে কুটে রোগও দেখা যেতে পারে, পাতায় হলে মোজাইক রোগ দেখা যায় ও পাতা কঁকড়ে যায়। গাছের বৃদ্ধি ব্যহত ও ফুল-ফল কম হয়। সাদা মাছি নামক বাহুফ সোকা দমন করতে হবে। সাদা মাছি দমনের জন্য মিথাইল ডিমেটন ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

খরিফ ভূট্টা -

ভূট্টার ফল অর্থাৎ ওয়ার্ম নামক লেদা সোকার আক্রমণ দেখা গেলে নোভালিউরোন + ইমামেকটিন বেনজোয়েট মিশ্রণ ১.৭৫ মিলি বা ইমামেকটিন বেনজোয়েট ৮ গ্রাম অথবা স্পিনেটোরাম ০.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে অথবা ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল ৪.৫ মিলি প্রতি ১০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। পাতা ধুস - লম্বাকার বা ডিম্বাকার ফ্যাকাশে বড় দাগ পাতায় দেখা যায় ও শেষে পাতা শুকিয়ে যায়। প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম জিনেব বা ১.৫ মিলি হেল্লোকোনাঞ্জোল গুলে স্প্রে করতে হবে।

সরিষা-

টেরি - উন্নত জাত- অগ্নী (বি-৫৪), পান্ডালী। আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনার উপযুক্ত সময়। বীজ বোনার পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ২.৫ গ্রাম ক্যাপটান ৫০% বা ২-২.৫ গ্রাম ধাইরাম ৭৫% মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। একর প্রতি ২ টন জৈবসার ও ৬ কেজি অ্যাজোকাস প্রয়োগ করতে হবে। বিনা সেচে চাষ করলে ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফরাস ও ১২ কেজি পটাশ সার শেষ চাষের আগে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। সেচসেবিত এলাকার জমি তৈরীর সময়ে প্রথমবার ১৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১৪ কেজি ফসফরাস ও ৭ কেজি পটাশ সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পরে একরে ১৪ কেজি নাইট্রোজেন, ও ৭ কেজি পটাশ চাপান সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

শ্বেত সরিষা - উপযুক্ত জাতগুলি হল- বিনয় (বি-৯), সুবিনয়, ঝুমকা ক্যাপটান ৫০% ২.৫ গ্রাম বা ধাইরাম ৭৫% ২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। কার্তিকের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বীজ বুনতে হবে। একর প্রতি ২ টন জৈব সার ও ৬ কেজি অ্যাজোকাস দিনা সেচবুদ্ধি এলাকার শেষ চাষে একরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফরাস ও ১০ কেজি পটাশ সার দিন।

আমন ধান-

পাতামোড়া সোকা, মাজরা সোকার আক্রমণ বেশি মাত্রায় দেখা গেলে সোকা নিরস্ত্রণের জন্য ০.৭৫ গ্রাম অ্যাসিফেট বা ১ মিলি ট্রায়াজোফস বা ১.৫ মিলি ক্লোরপাইরিফস + সাইপ্রামেথ্রিন প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে। বাদামি বা হলেদটে রং এর ছোটো ছোটো শোষণ সোকা দলবদ্ধ ভাবে গাছের চোড়ায় বসে রস চুষে খায় এবং চোড়ায় বসে রস চুষে খায় এবং গাছের চোড়া পঁচে যায়। লক্ষ্য না রাখলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এক্ষেত্রে, গুছি প্রতি বাদামি শোষণের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষেতে বন্ধ সোকা বেমন, মাকড়সা, বোলতা, মিরিড বাগ ইত্যাদির সংখ্যাও দেখে নিজে ওষুধ প্রয়োগের ব্যপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হলে ফেনডেলারেট ৩% ১ মিলি বা ধায়োমিথোক্সাম ২৫% ডব্লিউ ০.৩৪ গ্রাম বা ফেনুবুকার্ব ৫০% ইসি ১.৫০ মিলি বা বুপ্রোফেজিন ২৫% এসসি ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে। শিষকাটা লেদা সোকার আক্রমণ হলে ফেনডেলারেট ০.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে বিকালে স্প্রে করতে হবে।

আম -

জগা-ছিদ্রকারী সোকা, মাজরা সোকা, চোড়া-ছিদ্রকারী সোকা ইত্যাদির আক্রমণে প্রথমে অ্যাজাডাইরেটিন (১০,০০০ পিপিএম) ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন পরে প্রয়োজনে ১ মিলি ফিথনিল বা ট্রায়াজোফস অথবা ০.৭৫ গ্রাম অ্যাসিফেট প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। শোষণ সোকা, আঁশসোকা, সাদামাছি ইত্যাদির আক্রমণে প্রথমে একই ভাবে অ্যাজাডাইরেটিন (১০,০০০ পিপিএম) স্প্রে করুন ও পরে প্রয়োজনে ২ মিলি ডাইমথোয়েট বা ১ গ্রাম কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। অধ-এ লাল ডেরা ধূসা রোগে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলুন। ছিটি ভূষা রোগে গাছটিতে ডিঙ্গে কাপড় জড়িয়ে সাবধানে জমি থেকে তুলে নিন ও পুড়িয়ে ফেলুন।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রবৃদ্ধি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে



স্বপ্ন কৃষি অধিকর্তা (জনসংযোগ, তথ্য ও সম্প্রচার), পশ্চিমবঙ্গ